বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চা
Study of Sociology in Bangladesh

ইউনিট ১

সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক প্রাচীন জনপদ হচ্ছে বাংলাদেশ। ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নানা বাক পেরিয়ে বাংলাদেশ আজ এক অপার সম্ভাবনার দেশ। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দরিদ্র দেশটি আজ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে। সনাতন কৃষি অর্থনীতির পরিবর্তে নগরকেন্দ্রিক শিল্প ও সেবাভিত্তিক অর্থনীতি বিকশিত হওয়ায় এদেশের সমাজ কাঠামো এবং সামাজিক সম্পর্ক ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পরিবর্তনশীল সমাজ সম্পর্কে অধ্যয়নের অপরিহার্য শাস্ত্র হচ্ছে সমাজবিজ্ঞান। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-২৭৫ অব্দ) বিক্ষিপ্তভাবে সমাজবিজ্ঞানের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে তৎকালীন ভারত বর্ষের আইন, রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, সমাজনীতি ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করেন। যুগে যুগে অনেক পর্যটক, পরিব্রাজক, যোদ্ধা, ধর্ম প্রচারক, দার্শনিক, ইতিহাসবেত্তা এই বঙ্গভূমিতে এসেছেন। যেমন- হিউয়েন সাং, আবুল ফজল, আলবেরুনি, ইবনে বতুতা প্রমুখ এর গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও জীবনধারার বিশেষ করে উৎপাদন ব্যবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়। এদেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, কৃষি, শিল্প, সমাজ কাঠামো, পরিবার, বিবাহ, জ্ঞাতি সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। সামাজিক জীব হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানএবং ব্যবহারিক বিষয়াদি নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে বিধায় বাংলাদেশে এর পাঠের গুরুত্ব রয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে জীবন-যাপন করে, তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন, সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশে যে মনীষী কাজ করেছেন তিনি অধ্যাপক নাজমুল করিম। তাঁর বিভিন্ন লেখা বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে।

	ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১.১: বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি
পাঠ- ১.২: বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা
পাঠ- ১.৩: বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ

পাঠ-১.১ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি
Background of the Study of Sociology in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, সমাজবিজ্ঞান, অধ্যয়ন, চর্চা, পটভূমি।

মানব সমাজকে বুঝতে হলে এবং সমাজ কাঠামো অনুধাবন করতে হলে সমাজবিজ্ঞান চর্চার বিকল্প নেই। সমাজ কাঠামো, সামাজিক পরিবর্তনের গতিধারা, সামাজিক পরিবর্তনের কারণ, সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়াদি, পরিবার, রাষ্ট্র, সম্পত্তি, সামাজিক শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং বিশ্লেষণে সমাজবিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা এবং এর গতি প্রকৃতি সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের পটভূমি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতি, সংস্কৃতির পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, রাজনীতির দর্শন, ঐতিহাসিক দর্শন ইত্যাদি বিষয় সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি তৈরি করেছে।

খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রমাণ ভারতীয় উপমহাদেশে রয়েছে। ভারতীয় দার্শনিক কৌটিল্য (খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০-২৭৫ অব্দ) গভীরভাবে সমাজ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি তাঁর 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে তৎকালীন ভারতের আইন, রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসন, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, সমাজনীতি ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়সমূহ আলোচনা করেন। গ্রিক পণ্ডিত প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭ অব্দ), এরিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২ অব্দ) প্রমুখের সমাজচিন্তা সমাজবিজ্ঞান উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মধ্যযুগের বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ ইবনে খালদুন সমাজচিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রেখেছেন। অনেকের মতে তিনিই সমাজবিজ্ঞানের প্রকৃত জনক। কিন্তু ফরাসি সমাজচিন্তাবিদ অগাস্ট কোঁতকে সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়। যেহেতু ১৮৩৯ সালে তিনিই প্রথম সমাজবিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করেন।

কার্ল মার্কস উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের আলোকে সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের বিষয়ে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি তাঁর আলোচনায় নির্দিষ্ট একটি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত একটি সমাজব্যবস্থাকে চিহ্নিত করেছেন। সমাজ বিকাশের ধারায় তাঁর উৎপাদন ব্যবস্থা বিষয়ক আলোচ্য স্তরগুলো হলো, আদিম সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (Primitive Communal Mode of Production); দাস উৎপাদন পদ্ধতি (The Slave Mode of Production); সামন্তবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (The Feudal Mode of Production); পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (The Capitalist Mode of Production), সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি (The Socialistic Mode of Production) এবং সাম্যবাদী উৎপাদন পদ্ধতি (The Communist Mode of Production)। কার্ল মার্কসের উৎপাদন ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো এশিয় উৎপাদন ব্যবস্থা (Asian Mode of Production)। এশিয় উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য থেকে আলাদা। এটি মূলত এমন একটি উৎপাদন ব্যবস্থা যা শুধু ভারতীয় উপমহাদেশেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এ উৎপাদন ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য ছিলো 'স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায় বা Self Sufficient Village Community.

যুগে যুগে অনেক পর্যটক, পরিব্রাজক, যোদ্ধা, ধর্ম প্রচারক এই বঙ্গভূমিতে এসেছেন। যেমন- হিউয়েন সাং, আবুল ফজল, আলবেরুনি, ইবনে বতুতা প্রমুখ। তাঁদের লেখায় তৎকালীন বাংলার বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়। এদেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি, কৃষি, শিল্প, সমাজের বৈচিত্র্য, সমাজ কাঠামো, পরিবার, বিবাহ, জ্ঞাতি সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে

তাঁরা বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁদের আলোচনায় সামাজিক প্রেক্ষাপট, সমাজকাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস, শ্রেণি কাঠামো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় নি, যা সমাজবিজ্ঞান চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

ইংরেজদের হাতে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের পর ব্রিটিশ কোম্পানির শাসন ও ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলার অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সমাজকাঠামো ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চায় নতুন ধ্যান ধারণার তৈরি হয়। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৬ সালে সমাজবিজ্ঞান একটি আলাদা বিষয় হিসেবে পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৪৭ এর দেশভাগ, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ সমাজবিজ্ঞান চর্চার আলাদা পটভূমি তৈরি করে।

উপরের আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি খুব বেশি দিন আগে তৈরি হয়নি। বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তন এদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি তৈরি করেছে।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি আলোচনা করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা এবং এর গতি প্রকৃতি সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের মানুষের সংস্কৃতি, সংস্কৃতির পরিবর্তন, সামাজিক পরিবর্তন, রাজনীতির দর্শন, ঐতিহাসিক দর্শন ইত্যাদি বিষয় সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি তৈরি করেছে। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫৬ সালে একটি আলাদা বিষয় হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয়। ১৯৪৭ এর দেশ ভাগ, ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ সমাজবিজ্ঞান চর্চার আলাদা পটভূমি তৈরি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান চর্চার পটভূমি তৈরির কারণ কোনটি?

(i) অর্থনৈতিক পরিবর্তন

(ii) সামাজিক পরিবর্তন

(iii) রাজনৈতিক পরিবর্তন

(iv) কোনটিই নয়।

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii

(গ) i, ii ও iii (ঘ) iv

২। কার্ল মার্কসের এশিয় উৎপাদন প্রণালী কোথায় বিদ্যমান ছিল

(ক) সমগ্র এশিয়ায় (খ) ভারতবর্ষে

(গ) বাংলাদেশে (ঘ) ইউরোপে

পাঠ-১.২ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা
Necessity of the Study of Sociology in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, সমাজবিজ্ঞান, সামাজিক সম্পর্ক, সমাজের গতি-প্রকৃতি, সামাজিক সমস্যা, পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

সমাজবিজ্ঞান সমাজবদ্ধ মানুষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। যেহেতু সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা পৃথিবীর সকল দেশেই রয়েছে, সেহেতু বাংলাদেশেও এর পাঠের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সামাজিক জীব হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে। ফলে বাংলাদেশে এর পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। বাংলাদেশের মানুষ কীভাবে জীবন-যাপন করে, তাদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন রয়েছে। সামাজিক উন্নয়ন, সমাজ সংস্কারমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

(১) **বাংলাদেশের সমাজের শ্রেণি কাঠামো সম্পর্কে জানা :** বাংলাদেশে বিভিন্ন শ্রেণি এবং পেশার মানুষ বাস করে। এছাড়াও বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর বসবাসও এ অঞ্চলে রয়েছে। তাই এসব মানুষের শ্রেণি, তাদের পেশা, বৃত্তি, জীবন ধারণের উপায় ইতাদি বিষয়ে জানার জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

(২) **বাংলাদেশের সমাজ সম্পর্কে জানা :** বাংলাদেশের সমাজ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের বিকল্প নেই। বাংলাদেশের সমাজ কোন ধরনের, বাংলাদেশের সমাজের ক্রমবিকাশ, বাংলাদেশের সমাজের বিবর্তন ধারা, বাংলাদেশের সমাজের ধরণ, সমাজ পরিবর্তনের ধারা, গ্রামীণ এবং শহুরে সমাজ, সমাজে কাঠামো, বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস, বর্ণপ্রথা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য সমাজবিজ্ঞান পাঠ আবশ্যক।

(৩) **বাংলাদেশের মানুষ সম্পর্কে জানা :** বাংলাদেশের মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী, মানুষের সংস্কৃতি, চিন্তা চেতনা, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, ধর্ম, আচার আচরণ, রীতিনীতি, পরিবর্তনশীল আচার-আচরণ এবং রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ আবশ্যক।

(৪) **বাংলাদেশের সমাজের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানা :** বাংলাদেশের সমাজের গতি-প্রকৃতি এবং গতিধারা সম্পর্কে জানতে, বাংলাদেশের সমাজের অতীত অবস্থান, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে সমাজবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব রয়েছে।

(৫) **সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধে জানা :** বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সম্পর্কের ধরন, পুঁজিপতি এবং পুঁজিহীনের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানতে হলে, সামাজিক সম্পর্কের প্রভাব সম্পর্কে এবং গতি প্রকৃতি জানতে বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৬) **বাংলাদেশের সমাজের উন্নতি বিধান :** সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম চাহিদা পূরণ করে কিভাবে সামাজিক উন্নতি সাধন করা যায়, সমাজবিজ্ঞান সে সম্পর্কে জ্ঞান দান করে থাকে। তাই সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন ব্যতীত বাংলাদেশের মানুষের চাহিদা, ভোগ প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা কখনও সম্ভব নয়।

(৭) **সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা :** বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে হলে সেগুলো কিভাবে পরিচালিত হয় সে সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ আবশ্যক। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মধ্য দিয়েই সমাজকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানা সম্ভব।

(৮) **বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জানা :** অধিক জনসংখ্যা, ছোট্ট সীমানা, অসীম চাহিদা, সীমিত যোগান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় বাংলাদশের প্রধানতম আলোচনার বিষয়। সমাজবিজ্ঞান পাঠ করলে এসব সামাজিক সমস্যাবলী চিহ্নিত করার সুযোগ হয়। তাই বাংলাদেশের যেকোনো সামাজিক সমস্যার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে এবং এগুলোর সমাধানের পথ বের করতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ অত্যাবশ্যক।

উপর্যুক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি যে, বাংলাদেশের মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, দলগত ইত্যাদি বিষয়ে জানতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা লিপিবদ্ধ করুন। **সময় : ১০ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশর মানুষের সাথে মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, আচার আচরণ, মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমাজ পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি, সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক উন্নতি বিধানে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেতে হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সমাজবিজ্ঞান পাঠের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের–

(i) সামজিক আচরণ সম্পর্কে জানা যায়

(ii) অর্থনৈতিক আচরণ সম্পর্কে জানা যায়

(iii) রীতি-নীতি, মূল্যবোধ জানা যায়

(iv) সবগুলোই সঠিক।

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i , ii ও iiiI (ঘ) iv

২। বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান পাঠের মূল কারণ হচ্ছে–

(ক) বাংলাদেশের সমাজের সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন

(খ) বাংলাদেশের সমাজের অর্থনৈতিক গবেষণা

(গ) বাংলাদেশের সমাজের পরিবেশবাদী অধ্যয়ন

(ঘ) বাংলাদেশের সমাজের রাজনৈতিক সংস্কার

পাঠ ১.৩ বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ
Development of Sociology in Bangladesh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বাংলাদেশ, সমাজবিজ্ঞান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক এ.কে নাজমুল করিম, অধ্যাপক অজিত কুমার সেন, বিকাশ।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ বাংলাদেশে খুব একটা বেশি দিন আগের নয়। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের আচার আচরণ, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সমাজবিজ্ঞান আলোচনা করে। কিন্তু বাংলাদেশে এ ধরনের বিজ্ঞানের আবির্ভাব মূলত বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অল্প কয়েক দশক আগে শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ

সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রটির বিকাশ শুরু হয় ফরাসী মনীষী অগাস্ট কোঁত-এর হাত ধরে। সেইন্ট সাইমন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৩৯ সালে তিনিই প্রথম 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে তিনি প্রথমে একে Social physics বা সামাজিক পদার্থবিদ্যা বলে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্তীতে বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান নামে নামকরণ করেন।

বাংলাদেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অংশ হিসেবে সমাজবিজ্ঞান চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। ১৯৪০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিলেবাসে "Elements of Sociology" ও "Principles of Sociology" নামে দুটি কোর্স চালু করা হয়। এ বিষয়গুলো পড়ানোর জন্য বিদেশের অনেক অতিথি অধ্যাপককে নিয়ে আসা হতো। অতপর ১৯৫৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে সমাজবিজ্ঞান যাত্রা শুরু করে। ১৯৫৭-১৯৫৮ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়। এর আগে ১৯৫০ সাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক এ.কে নাজমুল করিম এবং অধ্যাপক অজিত কুমার সেন সমাজবিজ্ঞানকে একটি আলাদা বিভাগ হিসেবে চালু করার বিষয়ে কাজ শুরু করেন। একই বছর ফরাসি অধ্যাপক লেভি স্ট্রস গবেষণার কাজে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে সমাজবিজ্ঞান আলোচনার নতুন ক্ষেত্র খুঁজে পান। তিনি অধ্যাপক নাজমুল করিম এবং অজিত কুমার সেন এর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন। অধ্যাপক নাজমুল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার হাত ধরেই সমাজবিজ্ঞানের যাত্রা শুরু হয়।

বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান বিকাশে অধ্যাপক নাজমুল করিমের অনেকগুলো গ্রন্থ রয়েছে, তার মধ্যে-"The Changing Society of India, Pakistan and Bangladesh" গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর প্রবন্ধসমূহে সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি, উন্নয়নের লক্ষ্য ও সামাজিক স্তরবিন্যাস সম্পর্কে যে মতামত প্রকাশ করেন তা বাংলাদেশের সমাজবিজ্ঞান বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। এছাড়াও দেশি বিদেশি বিভিন্ন সেমিনার এবং সিম্পোজিয়ামে অনেক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যা বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞান বিকাশে গুরুত্ব বহন করে। তাঁর এ প্রবন্ধগুলোর মধ্যে চেঞ্জিং প্যাটার্নস অব এন ইস্ট পাকিস্তান ফ্যামিলি, উইম্যান ইন দি নিউ এশিয়া, রিলিজিয়নস অ্যান্ড সোসাইটি ইন বাংলাদেশ, রিলিজিয়নস ইন অরিয়েন্টাল সোসাইটিজ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯৭০ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আলাদা বিষয় হিসেবে সমাজবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান ছাড়াও উচ্চতর গবেষণা হিসেবে এম.ফিল, পি-এইচ.ডি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিভিন্ন কলেজে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে সমাজবিজ্ঞান

অধ্যয়ন করা হয়। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্মুক্ত ও দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রি দেওয়া হয়।

	শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশের একটি ক্রমপঞ্জি তৈরি করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক, আচার আচরণ, মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমাজ পরিবর্তনের গতি-প্রকৃতি, সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক উন্নতি বিধানে বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ও সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেতে সমাজবিজ্ঞানের বিকাশ শুরু হয়। বাংলাদেশে পরিবর্তনশীল সমাজ কাঠামো, সামাজিক আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি পাঠে সমাজবিজ্ঞান প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। Social Physics শব্দটি কে ব্যবহার করেন–

(ক) হার্বার্ট স্পেনসার (খ) অগাস্ট কোঁত

(গ) লেভি স্ট্রস (ঘ) অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম

২। বাংলাদেশে সমাজবিজ্ঞানের জনক কে?

(ক) অধ্যাপক এ.কে নাজমুল করিম (খ) অধ্যাপক অজিত কুমার সেন

(গ) ড. রংগলাল সেন (ঘ)) অগাস্ট কোঁত

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ ঃ ১। গ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ ঃ ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ ঃ ১। খ ২। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন ঃ ১। গ ২। ঘ ৩। ক ৪। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। সমাজবিজ্ঞানের জনক কে?

(ক) হার্বার্ট স্পেনসার (খ) লেভি স্ট্রস

(গ) অগাস্ট কোঁত (ঘ) অধ্যাপক এ. কে. নাজমুল করিম

২। একটি আলাদা বিষয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের পঠন-পাঠন শুরু হয় কত সালে?

(ক) ১৯২১ সালে (খ) ১৯৪৭ সালে

(গ) ১৯৫২ সালে (ঘ) ১৯৫৬ সালে

খ. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে সমাজবিজ্ঞান শাস্ত্রটির বিকাশ শুরু হয় অগাস্ট কোঁত-এর হাত ধরে। তিনিই প্রথম 'Sociology' শব্দটি ব্যবহার করেন। তবে তিনি প্রথমে একে Social physics বা সামাজিক পদার্থবিদ্যা বলে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্তীতে বিষয়টিকে Sociology বা সমাজবিজ্ঞান নামে নামকরণ করেন।

৩। অগাস্ট কোঁত কোন দেশের নাগরিক?

(ক) ফ্রান্স (খ) ইটালি

(গ) জার্মানী (ঘ) ব্রিটেন

৪। অগাস্ট কোঁৎ কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে 'সমাজবিজ্ঞান' অধ্যয়নে ব্রতী হন?

(ক) এরিস্টোটল (খ) সেইন্ট সাইমন

(গ) ইবনে খালদুন (ঘ) সেইন্ট অগাস্টিন

ঘ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্নঃ

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

রসুলপুর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটি আগে কৃষি নির্ভর থাকলেও এখন বেশিরভাগ মানুষ শিক্ষিত এবং তারা কৃষি বহির্ভুত পেশায় সম্পৃক্ত। শহরের সাথে যোগাযোগ, আধুনিক প্রযুক্তি, পণ্য উৎপাদন ও বিপননসহ নানা ক্ষেত্রে গ্রামে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সামাজিক সম্পর্ক, ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকি খাদ্যাভ্যাসেও অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের প্রবীণ ও তরুণদের আন্তঃসম্পর্কেও এর প্রভাব পড়ছে।

১) সমাজ এবং সামাজিক পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করে কোন শাস্ত্র? ১

২) বাংলাদেশে কিভাবে সমাজবিজ্ঞান বিকাশ লাভ করেছে? ২

৩) উদ্দীপকের সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

৪) আপনার গ্রামে সংঘটিত সামাজিক পরিবর্তনগুলো কিভাবে সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করবে ব্যাখা করুন। ৪